ব্রিকলেন ১৯৭৮: ঘুরে দাঁড়ানোর সময়

বেথনালগ্রীণ পুলিশ ষ্টেশনের সামনে ১৭ জুলাই ১৯৭৮।

পুলিশের হাতে আটক দু'জন বিক্ষোভ কারীর মুক্তির দাবীতে প্রতিবাদকারীদের পুলিশ ষ্টেশনের সামনে অবস্থান। ছবি পল ট্রেভার, ১৯৭৮।

১৯৭৮ সালে পূর্ব লন্ডনে বর্ণবাদ প্রতিরোধে আন্দোলন সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে চিত্র প্রদর্শনী

১৯৭৮ সালে ইষ্ট লন্ডনে বর্ণবাদীদের হাতে নিহত ২৪ বছরের বাঙ্গালী যুবক আলতাব আলী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ, ন্যায়বিচার ও সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্টার দাবীতে সে সময়কার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের ধারনকৃত আলোকচিত্র ফোর কর্ণাস নতুন করে প্রদর্শনের জন্য নথিভূক্ত করেছে।

ব্রিক লেন ১৯৭৮ : ঘুরে দাড়ানোর সময় নামের প্রকল্প সে সময়কার কঠিণ সময়ের ঘটনাবলি অবলম্বনে ও তখনকার সময়য়ের অ্যাক্টিভিস্টদের মৌখিক বিবরণ পল ট্রেভারের সত্তরটি চিত্রকে প্রথমবারের মতো প্রদর্শনী করছে। এটি বাঙালি একটি প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাদের কর্মগুলি যুক্তরাজ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামকে রূপ দিতে সাহায্য করেছে। এটি একটি হেরিটেজ প্রকল্পের সমাপ্তি যার নেতৃত্বে ফোর কর্নারস এবং স্বাধীনতা ট্রাস্ট ও নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক দলের যারা এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সাথে জড়িত অনেক লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ট্রাস্টের চেয়ার জুলি বেগম বলেন, " পূর্ব লন্ডনের বাঙালি সম্প্রদায় যে বর্ণবাদী সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিল তা স্মরণ করতে এবং বর্ণবাদের কালথাবাকে পরাজিত করতে সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরক্ষা ও একাত্মতা উদযাপন করতে আলতাব আলী দিবস পালন করা আমাদের সকলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

সেসময়কার আলোকচিত্রকার পল ট্রেভার বলেন, " অনেকেই মনে করেন একটি ফটো হাজার শব্দের চেয়েও শক্তিশালী । কিন্তু কখনও কখনও, এই ক্ষেত্রে,মুখের কথা খুবই অপরিহার্য। এই প্রকল্পটি সেই ঐতিহাসিক আলোকচিত্রে যারা ইতিহাস তৈরি করেছে তাদের অনেকের মৌখিক স্মৃতিচারন সহ তুলে ধরার একটি সুযোগ করেছে।"

কার্লা মিচেল, ফোর কর্নারের আর্টিকষ্টিক ডেভল্যপমেন্ট পরিচালক বলেন, "এই ইতিহাস আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ন্যাশাল লটারি ফান্ডকে ধন্যবাদ, তাদের সাহায্যেই আমরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারছি। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি এই প্রজেক্টটি বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের দর্শকদের জন্য সার্বজনীন ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

সমাপ্তঃ

সম্পোদীয় নোটঃ

ব্রিকলেন ১৯৭৮ : ঘুরে দাড়ানোর সময়

প্রদর্শনী উদ্ভোধন করা হবে বৃহস্প্রতিবার ৯জুন বিকেল ৬-৩০ থেকে ৮-৩০ মিনিট।

১০ জুন থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সকলের জন্যে প্রবেশাধিকার ফ্রি।

খোলার সময় সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা । মঙ্গল থেকে শনিবার, বৃহস্প্রতিবার রাত ৮টা।

ফোর কর্নাস গ্যালারী ১২১ রমান রোড, বেথনালগ্রীণ , লন্ডন লন্ডন-ই২ ওকিউএন।
নিকটবর্তি আন্ডার গ্রাউড ষ্টেশন বেথনাল গ্রীণ-সেন্ট্রেল লাইন।

সংবাদের জন্য যোগাযোগ জেনা হাওযার্ড-zena@projectzah.co.uk স্থানীয় সংবাদের জন্য , লিষ্টিং এন্ড সোসাল মিডিয়া anna@fourcornersfilm.co.uk

Website | Twitter | Instagram | Facebook

প্রদর্শনীঃ
এই প্রদর্শনীতে বক্তব্য তুলে ধরা হবে। স্বাধীনতা ট্রাষ্ট, পল ট্রেভার ও আলতাব আলী ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের বিস্তারিত জানতে হলেঃ
https://www.fourcornersfilm.co.uk/whats-on/brick-lane-1978-the-turning-point

ব্রিকলেন ১৯৭৮ঃ ঘুরে দাঁড়ানোর সময় ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডের অনুদানে এবং পল ট্রোভার, ফোর কর্নাস ও স্বাধীনতা ট্রাষ্টের যৌথ প্রযোজনা ও অংশিদারিত্বে একটি প্রকল্প। স্বেচ্ছাসেবক এবং সেসময়কার বর্ণবাদবিরোধী এক্টিভিষ্ট যারা প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যারা সে সময়কার বর্ণবাদ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের অনেকের মৌখিক

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সামাজিক ইতিহাসের রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী হিসাবে পাওয়া যাবে, যা বিশপসগেট ইনস্টিটিউট আর্কাইভস-যে মৌখিক ইতিহাস সাক্ষাৎকার, শর্ট ফিল্ম এবং প্রকল্প স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা তৈরি পডকাস্ট সহ সংরক্ষন করে করা হবে।

ঐতিহাসিক ঘটনার নেপথ্যেঃ

১৯৭৮ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা মারগারেট থ্যাচার ''ওয়ার্ড ইন এ্যকশন'' নামক একটি টেলিভিশন পোগ্রামে বলেছিলেন ব্রিটিশদের একটি অংশ মনে করে ব্রিটেনে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের কারণে তাদের কৃষ্টি ক্যালচার হুমকীর মুখে পড়বে।

এই মন্তব্যটি টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়ার পর ব্রিটেনের বর্ণবাদী ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও অন্যান্য বর্ণবাদিরা সমগ্র ব্রিটেন তথা ইষ্টলন্ডনের ব্রিকলেন ও তার আশপাশ এলাকায় বাঙ্গালী অভিবাসীদের উপর ক্রমাগতভাবে শারিরিক আক্রমণ ও বর্ণবাদী আচরণ চালাতে থাকে। বিশেষ করে স্কীনহেডদের আক্রমন বাড়তে থাকে । এসময় সমগ্র বিটেনে চাকুরী ও আবাসিক সমস্যা ছিল প্রকট। তার আগে মাইগ্রেন্ট ইহুদী সম্প্রদায়কেও একই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। ন্যাশনাল ফ্রন্ট ব্রিকলেনে বিশেষ করে রোববার সকালে তাদের বর্ণবাদী লিফলেট ও অন্যন্য কাগজপত্র বিতরনের মাধ্যমে হয়রানি করতো। স্কিনহেড ডানপন্থি গোষ্ঠীগুলি বেকারত্ব এবং খারাপ আবাসনের জন্য তাদের দোষারোপ করতো।

ইষ্টএন্ড বিশেষ করে পূর্ব লন্ডন সকল সময়ই মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য উম্মুক্ত। ১৭ শতকের ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা ফরাসী হিউগনটস হত্যা থেকে শুরু করে ১৯ শতকের আইরিশ দরিদ্র এবং রাশিয়া ও পোল্যান্ড, কস্যাক থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিদের জন্য পূর্ব লন্ডন সর্বদাই অভিবাসীদের আশ্রয়স্থল।

বর্ণবাদী সহিংসতা এবং প্রতিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ওজওয়লে মজলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইউনিয়ন অফ ফ্যাসিস্ট ১৯৩৬ সালে ডকের দিকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিখ্যাত ‘কেবল স্ট্রিটের যুদ্ধে’ ইহুদি, আইরিশ, ডকার এবং কমিউনিষ্টরা রুখে দিয়েছিল। যা ভেটল অব ক্যালষ্টীট নামে পরিচিত।

১৯৭৮ সালের ৪টা মে গার্মেন্টস শ্রমিক আলতাব আলীর হত্যাকান্ডের সময় স্থানীয় নির্বাচন যেখানে ৪১ জন ন্যাশনাল ফ্রন্ট প্রার্থী দাঁড়িয়েছিল, বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করেছিল। যে দিন আলতাব আলী বর্ণবাদীদের হাতে খুন হন। ঐদিন ছিল স্থায়ীয় নির্বাচন। এই ঘটনার পর বাঙ্গালী সহ সকল মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, গড়ে তোলে প্রতিরোধ। ১৪মে আলতাব আলীর কফিন নিয়ে সাতহাজার মানুষ হাইড পার্ক হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়ে স্মারক লিপি প্রদান করে দশ নং ডাইনিং ষ্ট্রীটে। এবছরই ব্রিটেনের বাঙ্গালী যুবকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এন্টি রেসিষ্ট মুভমেন্টের কারনে ইষ্টলন্ডন থেকে বর্ণবাদ বিশেষ করে ন্যাশনফন্ট , পিচু হটতে বাধ্য হয়। এন্টিরেসিন্টদের প্রতিরোধে সমর্থন করে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে মাল্টিক্যালচারাল মুভমেন্ট রক এগেইষ্ট রেসিজম। এই সংগঠনটি একটি অপেন কনসার্ট

এর আয়োজন করে ভিক্টোরিয়া পার্কে দি ক্লাশ শিরোনাম্ স্টীল পলস এবং টম রবিনসন এতে অংশ নেন।

স্থানীয় ফটোগ্রাফার পল ট্রেভার ৪০০টিরও বেশি ফটোগ্রাফে নাটকীয় ঘটনাগুলি তুলে ধরেছেন তার আলোক চিত্রে। যার মধ্যে অনেকগুলি এই প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হবে৷ তার ছবিতে ফুটে উঠেছে কীভাবে স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায় সেসময় ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছেন।

জাতিগত নির্যাতন সহ্য করেছিল এবং কীভাবে তারা সহিংসতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ট্রেভার হাফ মুন ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ সদস্যও ছিলেন, যার কাজ সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফটোগ্রাফির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। তার কিছু ছবি তাদের ক্যামেরাওয়ার্ক ম্যাগাজিনে কভার করা হয়েছে।

https://www.fourcornersarchive.org/archive/view/0000111

https://www.forcornersarchive.org/archive/view/0001739

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে, ন্যাশনাল ফ্রন্টকে ব্রিকলেনের কাছে তার সদর দপ্তর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, যদিও পূর্ব লন্ডনে ১৯৯০-এর দশকে অতি-ডানপন্থী বর্ণবাদী হামলা অব্যাহত ছিল। আজও আলতাব আলী নামটি লন্ডনের পূর্বপ্রান্তে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের সাথে যুক্ত রয়েছে।

ফোর কর্ণাস ব্রিবলেন ১৯৭৮: ঘুরে দাড়ানো একটি প্রদর্শনী। আমরা ফিল্ম এবং ফটোগ্রাফিক শিল্পের একটি কেন্দ্র, প্রায় ৫০ বছর ধরে পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত। আমাদের প্রদর্শনীগুলি সামাজিক ইতিহাস এবং সম্প্রদায়ের সক্রিয়তা গবেষণা করে এবং প্রান্তিক থেকে গল্পগুলি ভাগ করে তুলে ধরি ।

www.fourcornersfilm.co.uk

ফটোগ্রাফার পল ট্রেভার হাফ মুন ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ এবং এর ম্যাগাজিন ক্যামেরাওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। http://paultrevor.com

স্বাধীনতা ট্রাস্ট

স্বাধীনতা ট্রাস্ট হল লন্ডন ভিত্তিক একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি কমিউনিটি গ্রুপ যা তরুণদের মধ্যে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য কাজ করে। সংগঠনটি নভেম্বর ২০০০ সাল থেকে কাজ করছে, স্কুল, কলেজ, যুব ক্লাব এবং কমিউনিটি সেন্টারে তরুণ বাঙালিদের কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক সাহিত্য সরবরাহ করে এবং কাজ করে আসছে।

https://www.swadhinata.org.uk

প্রকল্পটি আলতাব আলী ফাউন্ডেশন এবং বিশপসগেট ইনস্টিটিউট আর্কাইভের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় লটারি হেরিটেজ ফান্ড সম্পর্ক ন্যাশনাল লটারি দ্বারা অনুদানের অর্থ ব্যবহার করে, আমরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানুষ এবং সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচক

এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন তৈরি করতে যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যকে অনুপ্রাণিত করি, নেতৃত্ব দিই এবং সংস্থান করি।

www.heritagefund.org.uk.

টুইটার, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে @HeritageFundUK অনুসরণ করুন এবং #NationalLotteryHeritageFund ব্যবহার করুন।